World Town Planning Day 2019
Organizing and Sub-Committees

Organizing Committee:

Planner Prof. Dr. A K M Abul Kalam	Advisor
Planner Prof. Dr. Akter Mahmud	Advisor
Planner Mohammad Fazle Reza Sumon	Advisor
Planner Dr. Adil Mohammed Khan	Convener
Planner Mohammad Mazharul Islam	Member Secretary
Planner Mohammad Alim-Al-Razi	Member
Planner Md. Mamun Chowdhury	Member
Planner Md. Rabiul Awal	Member
Planner Md. Esraz-Ul-Zannat	Member
Planner Mohammed Hamidul Hasan Nabin	Member
Planner Toufiqul Alam	Member

Sub-Committees

Name of the Committee	Members
Rally Sub Committee	01. Planner Toufiqul Alam (Convener) 02. Planner Md. Mamun Chowdhury 03. Planner Md. Rabiul Awal
Souvenir Sub Committee	01. Planner Prof. Dr. A K M Abul Kalam (Convener)
Seminar, Message Collection & Guest Invitation Sub Committee	01. Planner Prof Dr. A K M Abul Kalam (Convener) 02. Planner Prof Dr. Akter Mahmud 03. Planner Mohammad Fazle Reza Sumon 04. Planner Dr. Adil Mohammed Khan 05. Planner Mohammed Hamidul Hasan Nabin 06. Planner Md. Mamun Chowdhury 07. Planner Shaikh Muhammad Mehedi Ahsan
Poster & Photo Competition & Exhibition Sub Committee	01. Planner Mohammad Mazharul Islam (Convener) 02. Planner Prof Dr. Akter Mahmud 03. Planner Adil Mohammed Khan
Debate Competition	01. Planner Md. Rabiul Awal (Convener) 02. Planner Md. Mamun Chowdhury 03. Planner Mohammed Hamidul Hasan Nabin

Name of the Committee	Members
Planning Project Design Competition	01. Planner Dr. Adil Mohammed Khan (Convener) 02. Planner Prof Dr. Akter Mahmud 03. Planner Md. Mamun Chowdhury
Planning Documentary Competition Sub Committee	01. Planner Mohammed Hamidul Hasan Nabin
Innovative Planning Idea Competition Sub Committee	01. Planner Md. Rabiul Awal (Convener)
Thesis Competition Sub Committee	01. Planner Prof Dr. Akter Mahmud (Convener) 02. Planner Dr. Adil Mohammed Khan 03. Planner Md. Mamun Chowdhury
Reception of Young Planning Graduate Sub Committee	01. Planner Md. Rabiul Awal (Convener)

মন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

এবারের বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে **'জেলা ও উপজেলা শহরের জন্য পরিকল্পনা'** যা বর্তমান সময়ের বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্ববহ। নগর জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চালিকাশক্তি হওয়ায় বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত নগরবাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রুত নগরায়নের সাথে সাথে দেশের সকল স্তরে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নকল্পে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকা মহানগরীসহ সকল বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা শহরের পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। আবাসন ও অন্যান্য সংকট নিরসনসহ নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিকল্পিত নগর নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের দেশে ভূমি স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনা করে এখনই ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিতকল্পে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ জরুরি। সকলের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন ফলপ্রসুকরণের স্বার্থে দেশের প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদদের সমন্বিত ভূমিকা রাখতে হবে। সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আধুনিক বিশ্বে নগর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং তা জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চালিকাশক্তি হওয়ায় বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত নগরবাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহৎ সংখ্যার এই নগরবাসীদের জন্য পরিকল্পিত নগরায়নের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহানগরী ও বিভাগীয় শহরের পাশাপাশি সকল জেলা ও উপজেলা শহরের পরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়ন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বাসযোগ্য নগর সকলের কাম্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নগরায়ন একটি বড় নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। উন্নয়নের সর্বোচ্চ সুফল পেতে প্রয়োজন নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ। মৌলিক নাগরিক চাহিদা পূরণে নগর পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। একটি পরিকল্পিত শহর তৎসলগ্ন গ্রামীণ এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে দেশের প্রতিটি শহর পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৯ উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় বি.আই.পি.-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এ বছরও যথাযথ গুরুত্বের সাথে 'বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস' উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং বি.আই.পি'র সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে নগরায়নের ভূমিকা অপরিসীম। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধাসমূহের সুষম বন্টন একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে এ বছর বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে **'জেলা ও উপজেলা শহরের জন্য পরিকল্পনা'**। জাতীয় অগ্রগতির ধারায় দেশের ক্রমবর্ধমান নগরায়নের প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী।

যে কোন শহরের সম্প্রসারণের সাথে সাথে নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষের সমাবেশ ঘটে। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে অধিবাসীদের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যসমূহ কমিয়ে পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সকল জেলা ও উপজেলাসমূহকে পরিকল্পিতভাবে টেকসই এবং সমতার ভিত্তিতে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন, যা দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নগরায়ন সব সময়ই একটি বড় নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে উন্নয়নের সর্বোচ্চ সুফল পেতে প্রয়োজন নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ। বর্তমান সরকার রাজধানী শহরের পাশাপাশি দেশের ছোট, মাঝারি ও বড় শহরের টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে দেশের প্রতিটি শহর পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের সদস্যগণ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস-২০১৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার

আহ্বায়ক
উপদেষ্টা পরিষদ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স

বাণী

মানুষের বসবাস উপযোগী পরিকল্পিত পৃথিবী গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রতি বছরের মত এবারও বাংলাদেশে বি.আই.পি.-র উদ্যোগে "বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৯" উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে নগরায়নের ভূমিকা অপরিসীম। পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়নের মাধ্যমে দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সর্বস্তরে নাগরিক সুবিধাসমূহের সুষম বন্টন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবসের প্রতিপাদ্য **'জেলা ও উপজেলা শহরের জন্য পরিকল্পনা'** অত্যন্ত সময়োপযোগী। জাতীয় অগ্রগতির ক্রমধারায় দেশের ক্রমবর্ধমান নগরায়নের প্রেক্ষাপটে দেশের সকল নগর ও শহরসমূহে পরিকল্পিত নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অপরিকল্পিত নগরায়ন নগরের অধিবাসীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। ফলে দেশের সকল স্তরের অধিবাসীগণ ভৌত ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে পায় না। তাই নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে বৈষম্য কমিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সকল জেলা ও উপজেলা শহরসমূহকে টেকসই উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করে সুষম সমাজ গঠন নিশ্চিত করতে হবে।

এ লক্ষ্যে আমাদের জেলা ও উপজেলা শহরের মহাপরিকল্পনা বিশেষত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে উপজেলা এলাকার পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টার তৈরীর সম্ভাব্য পরিকল্পনা যাচাই করে ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টার পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইউনিয়ন পরিকল্পনা ইচ্ছার প্রতিফলন পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশকে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পরিকল্পিত উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

আমি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সকে বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৯ উদযাপনের উদ্যোগ নেয়ায় স্বাগত জানাই এবং আশা করি ভবিষ্যতে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান

সভাপতি
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৯ পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত এবং টেকসই নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ দিবসটি উদ্‌যাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত অগ্রসরমান বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের আলোকে গড়ে তুলতে হলে নগর পরিকল্পনার উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। নগরায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নানা সমস্যা জর্জরিত। বহুবিধ সমস্যার কারণে প্রতিনিয়ত মানুষ কর্ম ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার আশায় শহরমুখী হচ্ছে। ফলে নগর জীবনে সীমিত সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের উপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। নির্বিচারে নদী, খাল ও জলাশয় ভরাট, বনভূমি এবং কৃষিভূমি ধ্বংস করে নগর এলাকায় রূপান্তরের ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন দেশের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতির নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে যা কোনক্রমেই কাম্য নয়।

পরিকল্পিত নগরায়ন নীতি ও ব্যবস্থাপনা, সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা এবং টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য অপরিহার্য। এজন্য দেশের রাজধানীসহ সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ের সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল জনগণের জন্য পরিকল্পিত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা জরুরী। এ বছর বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবসের প্রতিপাদ্য 'জেলা ও উপজেলা শহরের জন্য পরিকল্পনা' তাই অত্যন্ত সময়োপযোগী।

টেকসই ও নিরাপদ নগর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল স্তরে নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবী। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবসে প্রত্যাশা রাখি যে, বাংলাদেশে নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সফলভাবে এগিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পিত ভাবে দেশ গড়ার যে নির্দেশনা ইতোমধ্যে প্রদান করেছেন তা বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। এজন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

পরিশেষে আমি বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৯ সফল করার জন্য দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচীতে যারা সক্রিয়ভাবে এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অংশগ্রহণ ও স্মরণীকায় প্রবন্ধ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম

Program
World Town Planning Day 2019

Planning for District and Upazila Towns
জেলা ও উপজেলা শহরের জন্য পরিকল্পনা

তারিখ ও বার	সময়		অনুষ্ঠান
০৭ নভেম্বর ২০১৯, বৃহস্পতিবার	দুপুর ২.০০ টা	ঃ	আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা বিতর্ক প্রতিযোগিতা (গ্রুপ পর্ব)
৮ নভেম্বর ২০১৯, শুক্রবার	সকাল ১০.০০ টা	ঃ	পরিকল্পনা সম্পর্কিত উদ্ভাবনী ধারণা প্রতিযোগিতা
	দুপুর ২.০০ টা	ঃ	আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা বিতর্ক প্রতিযোগিতা (সেমিফাইনাল)
৯ নভেম্বর ২০১৯, শনিবার	সকাল ০৭:০০ টা থেকে সকাল ০৮:০০	ঃ	শোভাযাত্রা (টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতীয় শহীন মিনার)
	সকাল ১০.০০ টা সকাল ০১.০০টা	ঃ	সেমিনার (গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্মেলন কক্ষ, পূর্ত ভবন সেগুনবাগিচা)
	দুপুর ০১.০০টা	ঃ	মধ্যাহ্ন ভোজ
	দুপুর ০৩.০০ টা	ঃ	আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা বিতর্ক প্রতিযোগিতা (ফাইনাল)
	বিকাল ০৪.০০ টা	ঃ	নবীন পরিকল্পনাবিদদের অভ্যর্থনা
	বিকাল ০৫.০০ টা	ঃ	প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণী